বিষাক্ত পানি খেয়ে মরে আছে গরু। ইনসেটে বিষ দিয়ে ধরা মাছ বিক্রি হচ্ছে বাজারে

পরিবেশ-প্রতিবেশ হুমকিতে

পটুয়াখালী উপকূলে বিষ দিয়ে মাছ ধরা চলছেই

● শংকর লাল দাশ

পটুয়াখালীর উপকূলীয় বনাঞ্চলে বিষ দিয়ে মাছ ধরা কিছুতেই থামছে না। বরং এদিকে কর্তৃপক্ষীয় কোনো নজরদারি না থাকায় দিনকে দিন তা বেড়েই চলেছে। এলাকার প্রভাবশালীরা বনকর্মীদের ম্যানেজ করে সবার চোখের সামনে এ অপকর্ম চালাচ্ছে। কীটনাশক নামের নানা প্রকার বিষ দিয়ে মাছ মারার কারণে ইতিমধ্যে বনাঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে শুরু করেছে। খালের বিষাক্ত পানি খেয়ে কৃষকদের গরু-মোষ মারা পড়ছে। চিংড়ি চাষ ব্যাহত হচ্ছে। বনাঞ্চলের গাছপালা মরে যাচ্ছে। পরিবেশ-প্রতিবেশে ক্ষতির আশঙ্কাও প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। তথ্যানুসন্ধানে দেখা গেছে, পটুয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় শখানেক বনাঞ্চলীয় দ্বীপ রয়েছে, যার অধিকাংশই সংরক্ষিত বনাঞ্চল। এসব বনাঞ্চলের অভ্যন্তরে বড় ও সরু নানা ধরনের অনেক খাল-উপখাল রয়েছে। বৈশাখ মাসের শুরু থেকে এসব খালে বিষ দিয়ে মাছ ধরা শুরু হয়। চলে ভাদ্র-আশ্বিন মাস পর্যন্ত। এ বছরেও ইতিমধ্যে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। রাঙ্গাবালী, বড়বাইশদিয়া, ছোটবাইশদিয়া, চরমোন্তাজসহ সাগর পারের ইউনিয়নগুলোর বনাঞ্চলে বিষ দিয়ে মাছ ধরার তাণ্ডব সবচেয়ে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। রাঙ্গাবালীর মাত্র একটি দ্বীপচরে সরেজমিন অনুসন্ধান চালিয়ে বিষ দিয়ে মাছ মারার যে তথ্য পাওয়া গেছে, তা সংশ্লিষ্টদেরই বিস্মিত করে তুলেছে। ধারণা করা হচ্ছে, জেলার অন্য বনাঞ্চলগুলোতেও চলছে একই ধারা।

খলিফার চর নামের দ্বীপ বনাঞ্চলটির অবস্থান পটুয়াখালী জেলা সদর থেকে প্রায় একশ কিলোমিটার দক্ষিণে। রাঙ্গাবালী উপজেলা সদর থেকে ঘণ্টাখানেক দূরত্বের এ বনাঞ্চলে বিষ দিয়ে মাছ মারা চলছে অবাধে। খলিফার চরে প্রায় ৭শ একরের সংরক্ষিত ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল রয়েছে। এর অভ্যন্তরে ডাঙ্গার খাল, মুখরবান্ধার খাল, গাছবুনিয়ার খাল, গইনের খাল, গোলবুনিয়ার খাল, ধুমের খাল, ধুমের খালের আগা, চতলার খাল, ডাকাতিয়ার খালসহ ছোট-বড় প্রায় ৩০টি খাল রয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শনকালে এলাকাবাসী অভিযোগ করেছেন, এসব খাল মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে বনকর্মীরা স্থানীয় প্রভাবশালীদের কাছে 'লিজ' দিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, লিজ নেয়া প্রভাবশালীরা খালের এক প্রান্তে প্রথমে মাটি দিয়ে অস্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করে। এরপর পাইকারি হারে খালের সর্বত্র নানা ধরনের কীটনাশক ছড়িয়ে দেয়। এর প্রভাবে খালের মধ্যে যত মাছ থাকে, তা মরে ভেসে ওঠে। এমনকি মাছের রেণুপোনাও মারা যায়। আর এসব মাছ সবার চোখের সামনে বাজারজাত করা হচ্ছে। স্থানীয় কৃষক রেয়াজউদ্দিন পেয়াদা জানান, বিষ দেয়া খালের পানি খেয়ে কৃষকদের গরু-মোষ মারা পড়ছে। গত বছর একই কারণে ১২টি গরু-মোষ মারা গিয়েছিল। এ বছর ইতিমধ্যে একটি গরু মারা পড়েছে। কৃষক আবদুল হাওলাদার জানান, বিষের প্রভাবে বনাঞ্চলের গাছপালা পর্যন্ত মারা পড়ছে। চিংড়িচাষি ফারুক গাজী জানান, চিংড়িঘেরে তিনি খালের পানি ব্যবহার করতে পারছেন না। ফলে তার একটিসহ মোট ১২টি ঘেরে চিংড়িচাষ এক প্রকার বন্ধ হয়ে গেছে। এসব ঘেরে অন্তত ৪০-৫০ লাখ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, এ বিষয়ে স্থানীয় বনকর্মীদের কাছে বার বার অভিযোগ করেও প্রতিকার পাচ্ছেন না। উল্টো তাদের নানাভাবে ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। বিষ দিয়ে নিধন করা মাছ মানবস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর অভিমত দিয়ে গলাচিপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডা. মো. জাহিদুল ইসলাম জানান, এতে ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। রাঙ্গাবালীর ভারপ্রাপ্ত উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. কামরুল ইসলাম জানান, বনাঞ্চলের খালগুলো মূলত সামুদ্রিক মাছের নিরাপদ আবাসস্থল। এখানে মাছের প্রজননক্রিয়া হয়ে থাকে। কিন্তু বিষের প্রতিক্রিয়ায় মাছের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রেণু পর্যন্ত মারা যায় এবং প্রজনন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। এতে মৎস্যসম্পদ হুমকির মুখে রয়েছে। পরিবেশ-প্রতিবেশেরও ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। তিনি আরো জানান, বিষ দিয়ে উপকূলে বনাঞ্চলের মাছ মারার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। বিষ দিয়ে মাছ মারার সময় হাতেনাতে ধরা গেলে শাস্তির বিধান রয়েছে। কিন্তু বনকর্মীদের সহায়তা পাওয়া যায় না বলে কাউকে ধরা যাচ্ছে না।

এ বিষয়ে বন বিভাগের গঙ্গিপাড়া বিট অফিসার আ. রাজ্জাক বনের অভ্যন্তরের খাল লিজ দেয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, কিছু দুষ্ট এবং গরিব প্রকৃতির জেলে খালে বাঁধ দিয়ে বিষ ছিটিয়ে মাছ মারার চেষ্টা মাঝে মধ্যে করে থাকে, তবে তারা তা বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। বিষের প্রভাবে বনের গাছপালাও মারা যায়, এ অভিযোগও স্বীকার করেন তিনি।

এদিকে, অভিযোগ উঠেছে উপকূলে বিষ দিয়ে মারা মাছ অবাধে বাজারজাত করা হচ্ছে। যা সব পর্যায়ের মানুষ কিনে খাচ্ছে। কিন্তু যথাযথ প্রচারের অভাবে বিষ দিয়ে যে মাছ মারা হচ্ছে, তা মানুষ জানতেই পারছে না। তাছাড়া, দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণেও বিষয়টি অনেকটা অগোচরে থেকে যাচ্ছে। ফলে অর্থ দিয়ে মানুষ মাছের নামে বিষ কিনে খাচ্ছে, যা পরবর্তী সময়ে বড় ধরনের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। বিষয়টি প্রতিরোধের এখনই সময়– এমন অভিমত সংশ্লিষ্টদের। ■